অপবাদের জবাব

খিলাফার তাকফির নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসন

দাওলাতুল ইসলাম ও এর সৈনিকদের বিরুদ্ধে পথভ্রষ্টদের মিথ্যাচারিতা ও অপবাদের শেষ নেই। কিছু লোক যাচাই-বাছাই ছাড়াই এগুলো বিশ্বাস করে ও প্রচার করে বেড়ায়। সময়ের সাথে মিথ্যা পুনরাবৃত্তি হতে হতে এমন রূপ ধারণ করে, যেন তা চিরসত্য। দাওলাতুল ইসলাম মুশরিক ও বিভিন্ন মুরতাদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় শত্রুদের সব প্রোপাগান্ডা খন্ডন সম্ভব হয় না। কারণ, ওদের মিথ্যাচারের শেষ নেই; একটি শেষ হতে না হতেই আরো নতুন মিথ্যা নিয়ে হাজির হয়। আর এভাবে নিয়মিত অপবাদ খন্ডন চললে কিছু মিথ্যা পরোক্ষভাবে সত্য বলে গণ্য হবে। তখন অবস্থা হবে এমন, দাওলার পক্ষ থেকে কিছুনাকচ না করলেই শত্রুরা সেটাকে সত্য দাবী করবে। নীরবতা সর্বদা স্বীকারোক্তির লক্ষণ নয়। এমনও হতে পারে তাঁরা শুনতে পায় নি, অথবা শুনেও এড়িয়ে গেছে যেভাবে ধৈর্যশীলরা নির্বোধদের কথা এড়িয়ে যায়; অথবা এমন কাজে মশগুল যা অধিক স্পর্শকাতর ও বিপদজনক। কিংবা একই অভিযোগের এক বা একাধিক জবাব আগে দেয়া হয়েছে, কাজেই একই বিষয়ে বারবার জবাব দেয়া অর্থহীন; এটা অসম্ভবও বটে।

সম্প্রতি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওরা যে অপবাদ পুনরায় চালু করেছে, তা হলো: দাওলাতুল ইসলাম দারুল কুফরের বাসিন্দাদেরকে আমভাবে তাকফির করে, নিশ্চিত না হয়ে কাউকে মুসলিম গণ্য করে না। তাছাড়া তাদের সকলকে কাফের বা মুরতাদ মনে করে! এর ভিত্তিতে সকলের জানমালকে হালাল মনে করে! তাদের জবেহকৃত পশুকে হারাম এবং তাদের বিবাহ বন্ধনকেও বাতিল, অকার্যকর সাব্যস্ত করে!

যদিও দাওলাতুল ইসলাম বিভিন্ন সময়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে এ অপবাদের অসারতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিথ্যা রটনাকারীরা দাওলার কিছু কথা ও কাজের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের কাছে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের ব্যর্থ-চেষ্টা চালায়। অপরদিকে ওরা দাওলার সুস্পষ্ট বক্তব্য ও কাজগুলো এড়িয়ে যায়, যেগুলো ওদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং ওদের ছলচাতুরি প্রকাশ করে দেয়।

দাওলাতুল ইসলাম বহুবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছে; যারাই বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে তাদের সবাইকে দাওলা মুসলিম গণ্য করে যেখানেই বসবাস করুক না কেন। কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় (ইকরাহ ব্যাতিত) কুফরি করার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে দাওলা তাকে তাকফির করে; চাই সে দারুল কুফরের বাসিন্দা হোক বা দারুল ইসলামের। আর অধিবাসী অনুযায়ী বিভিন্ন দারুল কুফরের মাঝে পার্থক্য করা হয়। এ বিষয়গুলো বছরকয়েক আগেই "সিলসিলা মানহাজিয়্যাহ" শিরোনামে প্রকাশিত প্রোগ্রামে বিশদ বর্ণনা সহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে কিছু অস্পষ্ট মাসালা এবং সংশয়েরও উত্তর দেয়া হয়েছে। তারপরও বিষয়টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয় দাওলার তামকিনপ্রাপ্ত ভূখন্ডে এর হুকুম প্রয়োগ দেখে যা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না।

সবার জানা কথা, ইত:পূর্বে কুফরি বিধানে শাসিত বহু অঞ্চলে দাওলাতুল ইসলাম বিজয়ী হয়; অতঃপর খিলাফার সৈনিকগণ সেখান থেকে কুফরি বিধান হটিয়ে দিলে সেটা দারুল ইসলামে পরিণত হয় এবং তাঁরা শুধুমাত্র শারিয়াহ দিয়ে শাসন করে অন্য জাহেলি বিধান দিয়ে নয়। স্পষ্টতঃ তারা সেখানকার বাহ্যিক মুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের ন্যায় আচরণ করেছে, যারা সংখ্যায় মিলিয়ন-মিলিয়ন। ইরাক ও শাম এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দাওলাতুল ইসলাম কেবল তাদেরকেই মুরতাদ সাব্যস্ত করে যাদের মাঝে স্পষ্ট কুফরি পাওয়া যায়; যেমন: যারা কাফের মুরতাদ সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্যকারী বা তৎসদৃশ অন্যান্য মুরতাদ।

অপবাদের জবাব

খিলাফার তাকফির নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি নিরসন

এভাবেই, খিলাফার সৈনিকগণ এখনও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে দারুল কুফরের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত, যেখানে অধিকাংশই নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। সুতরাং মুজাহিদগণ সেখানকার কাফের, মুরতাদ এবং ওদের সেনাবাহিনী, পুলিশ, মিত্রপক্ষ ও চাকরবাকরদের স্পষ্টভাবে তাকফির করেন এবং ওদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বানান; সাথে যারা নিজেদের কুফরির স্পষ্ট ঘোষণা দেয় এবং প্রকাশ্যে খিলাফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে ওদেরও। পাশাপাশি তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেন হামলার দ্বারা সেখানকার বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; কেননা অধিকাংশ মুসলিম মুরতাদদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে থাকে ফলে তাদের পৃথক করা সম্ভব হয় না। এজন্য মুজাহিদগণ সতর্ক থাকেন, যাতে কোনো মুসলিম তাদের দ্বারা কষ্ট না পায়; এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবেও না। তাই মুসলিমদের ক্ষতির আশংকায় তাঁরা বহু হামলা পিছিয়ে দেন, পারতপক্ষে মুলতবি ঘোষণা করেন। যদিও মুজাহিদদের টার্গেটকৃত স্থানগুলোর আশেপাশে কাছে না যাওয়ার জন্য মুসলিমদের আগামবার্তা দেয়া হয়েছে।

কাফেরদের মাঝে (দারুল কুফরে) বসবাসরত মুসলিমদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার অর্থ মুসলিমদের থেকে সম্পর্কছিন্ন নয়; বরং তাদের রক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের ক্ষতি থেকে দায়মুক্তি। দায়মুক্তির কারণ— কাফেরদের মাঝে অবস্থান করার কারণে তাদেরকে পৃথক করা কঠিন, হতে পারে তারাও কাফেরদের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হত্যা ও আক্রমণের শিকার হবে। জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ-এর খাস'আম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। (সৈন্যদল সেখানে পৌঁছে দেখে,) ঐ গোত্রের কিছু লোক সেজদাবনত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করা হয়।

নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক রক্তপণ (দিয়াত) দেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ﷺ বলেনঃ "আমি ঐ সকল মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কেন, আল্লাহর রসুল? তিনি বললেনঃ তাঁদের আগুন (পাশাপাশি) দেখা যাবে না" [আবূ দাউদ, নাসায়ী] দেখুন, তাদেরকে কিন্তু রক্তপণ থেকে বঞ্চিত করা হয়নি, যদিও মুশরিকদের মাঝে বসবাস করার কারণে সম্পূর্ণ রক্তপণের পরিবর্তে অর্ধেক দেয়া হয়েছে।

এটাও সবার জানা কথা যে, কীভাবে দাওলাতুল ইসলাম কিছু পথভ্রষ্ট দলকে এরথেকে পৃথক করে দেয়। পরবর্তীতে ওরা সকলসীমা ছাড়িয়ে মুসলিমদের জামাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; যখন ওরা জানতে পারে দারুল কুফরের সাধারণ মুসলিমদেরকে তাকফির করে জানমাল হালাল সাব্যস্ত করার গুমরাহি দাওলাতুল ইসলাম সমর্থন করে না। এখনও অনেক অঞ্চলে খিলাফার সৈনিকগণ এই বিপথগামী ভ্রান্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং মুসলিমদের জানমাল হেফাজত নিয়জিত। ওরা ওদের গোমরাহি থেকে তাওবা না করা অবধি খিলাফার সৈনিকগণ যুদ্ধ করে যাবেন।

এসকল কর্মকাণ্ড কথার চেয়েও সত্য। কাজেই যাদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো, তাদের জন্য স্পষ্ট হলো; যারা জানতে চায়, তাদের ব্যাখ্যা সহ জানানো হলো। তবুও যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে ওরা সংশয়ের অনুসারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীনের।